International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 111-117
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.202

অস্তিত্বের অন্বেষণ বনাম রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা প্রসঙ্গে কার্বি আংলং সমস্যা

পূজা কর্মকার
অতিথি অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 22.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research paper provides an in-depth socio-political analysis of the protracted movement for autonomy within the Karbi Anglong region of Assam. At its conceptual core, the study examines the inherent tension between the "quest for existence" of the Karbi tribe's struggle to safeguard its distinct linguistic, cultural, and territorial identity and the imperatives of maintaining India's territorial sovereignty and national integrity.

Adopting a qualitative methodological framework, this study interrogates the efficacy of the Sixth Schedule of the Indian Constitution. It evaluates whether such constitutional safeguards have successfully empowered indigenous communities or if they have inadvertently become sites of institutional friction and administrative stagnation. Furthermore, the paper critically assesses the 2021 Karbi Anglong Peace Accord as a potential paradigm shift in conflict resolution. By analyzing the transition from armed insurgency to democratic negotiation, the research explores whether this tripartite agreement offers a sustainable framework for peace or merely a temporary cessation of hostilities.

Ultimately, the paper situates the Karbi movement within the broader discourse of sub-nationalism and asymmetric federalism in India. It seeks to delineate a balanced governance model that reconciles the aspirations of ethnic self-determination with the constitutional mandate of a secular, unified democratic state. The findings contribute to the ongoing debate on how regional indigenous movements reshape the Indian political realm.

Keywords: Karbi Anglong, Sixth Schedule, National Integrity, Asymmetric Federalism, 2021 Peace Accord

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তার অতুলনীয় নৃ-তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য এবং জটিল রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্য পরিচিত। এই অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হল আসামের কার্বি আংলং জেলা। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এই অঞ্চলটি স্বায়ত্তশাসন, পৃথক রাজ্যের দাবি এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের এক উজ্জ্বল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্বি আংলং সমস্যার মূলে রয়েছে একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, যাকে সংক্ষেপে "অস্তিত্বের অন্বেষণ বনাম রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। কার্বি জনজাতির কাছে এই আন্দোলন কেবল প্রশাসনিক ক্ষমতার লড়াই নয়; বরং এটি তাদের ভূমি, ভাষা, সংস্কৃতি এবং প্রথাগত অধিকারকে বৃহত্তর অসমীয়া আধিপত্য ও বহিরাগত অনুপ্রবেশের হাত থেকে রক্ষা করার তথা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই যেমন; ঠিক তেমনই অন্যদিকে, ভারত রাষ্ট্রের কাছে এই সমস্যাটি জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার একটি চ্যালেঞ্জ।

ঐতিহাসিকভাবে, ব্রিটিশ আমলের 'Excluded Area' নীতি থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের 'ষষ্ঠ তফসিল' এবং সাম্প্রতিক ২০২১ সালের ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি এই সব মিলিয়ে কার্বি আংলং-এর রাজনৈতিক পথচলা অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে সংবিধানের ২৪৪(এ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য' গঠনের দাবি এই অঞ্চলের রাজনীতিকে এক অনন্য মাত্রা দিয়েছে।

বর্তমান গবেষণাপত্রটিতে কার্বি আংলং আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি এটিও খতিয়ে দেখা হয়েছে যে, কীভাবে বহুসংস্কৃতিবাদ এবং অপ্রতিসম যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাধ্যমে এই ক্ষুদ্র জনজাতির 'অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষা' এবং ভারতের 'ভৌগোলিক অখণ্ডতা'র মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপন করা সম্ভব। ২০২১ সালের শান্তি চুক্তি পরবর্তী প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের এই দাবিগুলি ভারতের জাতীয় সংহতির পথে প্রকৃতই কোনো অন্তরায়, নাকি এটি গণতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণের এক নতুন মডেল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

কার্বি আংলং সমস্যার ঐতিহাসিক বিবর্তনকে মূলত তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এবং এই ইতিহাস থেকেই বোঝা যায় কীভাবে একটি শান্ত জনজাতি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল-

১. ঔপনিবেশিক শাসনকাল (১৮২৬–১৯৪৭): কার্বি আংলং অঞ্চলের রাজনৈতিক বিবর্তনের শুরু হয় ব্রিটিশদের আগমনের পর থেকে। ইয়ান্দাবুর সন্ধি (১৮২৬) দ্বারা প্রথম অ্যাংলো-বার্মিজ যুদ্ধের পর আসাম ব্রিটিশদের অধীনে আসে। এর আগে কার্বিরা (যারা তখন 'মিকির' নামে পরিচিত ছিল) অহোম রাজাদের শাসনাধীন ছিল। ব্রিটিশরা পাহাড়ী জনজাতিদের সমতলের মানুষ থেকে আলাদা রাখার জন্য 'Scheduled District Act (1874)' এবং পরবর্তীতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এই অঞ্চলকে 'Excluded Area' বা 'Partially Excluded Area' হিসেবে ঘোষণা করে। এর ফলে সমতলের সাধারণ আইন সেখানে কার্যকর ছিল না, যা তাদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেয়।

তবে স্বাধীনতার প্রাক্কালে কার্বি জননেতা সেমসন সিং ইঙ্গটি (Semson Sing Ingti)-এর নেতৃত্বে কার্বিরা তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবি জানায় এবং ভারতের সংবিধান সভার অধীনে গোপীনাথ বারদলৈয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় যা বারদলৈ কমিটি নামে পরিচিত। এই কমিটির সুপারিশেই সংবিধানে ষষ্ঠ তফসিল (Sixth Schedule) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যাইহোক এই সাংবিধানিক প্রবিধান অনুযায়ী ১৭ নভেম্বর ১৯৫১ সালে মিকির হিলস জেলা (বর্তমান কার্বি আংলং) প্রশাসনিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৫২ সালে 'মিকির হিলস স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ' গঠিত হয়। মনে রাখা দরকার যে এটি আসামেরই অংশ থাকে।

২. ভাষা আন্দোলন ও মেঘালয় গঠন (১৯৬০-এর দশক): তবে কার্বি আংলং সমস্যার মোড় ঘুরে যায় ১৯৬০-এর দশকে আসামের ভাষা আন্দোলনের সময়, যখন অসমীয়া ভাষা আইন (১৯৬০) লাগুকে কেন্দ্র করে আসাম সরকার অসমীয়া ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে, তখন পাহাড়ী জনজাতিগুলো তথা খাসি, গারো, কার্বি জনজাতি এই আইনের তীব্র বিরোধিতা করে। ফলত (১৯৭২ সালে পাহাড়ী জনজাতিদের আন্দোলনের মুখে পড়ে মেঘালয় রাজ্য গঠিত হয়। সেই সময় কার্বি আংলং এবং উত্তর কাছাড় পাহাড়ের সামনে সুযোগ ছিল মেঘালয়ে যোগ দেওয়ার। কিন্তু তৎকালীন নেতারা অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের আশায় এবং আসাম সরকারের প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করে আসামেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর

এই সিদ্ধান্তই পরবর্তীকালে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দেয়, কারণ তারা মনে করতে শুরু করে যে তারা আসাম সরকার দ্বারা 'প্রতারিত' হয়েছে।

সবচেয়ে বড় মোড় পরিবর্তনকারী বিষয় ছিল কার্বি জনজাতির এই মেঘালয়ে যোগ না দেওয়া। ঘটনাটিকে বিস্তারিতভাবে দেখলে দেখা যায়- ১৯৭০ সালে যখন মেঘালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হিসেবে গঠিত হচ্ছিল, তখন কার্বি আংলং এবং উত্তর কাছাড় পাহাড়ের (বর্তমান ডিমা হাসাও) সামনে মেঘালয়ে যোগ দেওয়ার বিকল্প ছিল। কিন্তু তারা কিছু কারণবশত আসামেই থেকে যায়:

১। তৎকালীন আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা কার্বি নেতাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে, আসামের ভেতরেই তাদের 'অধিকতর স্বায়ত্তশাসন' (Greater Autonomy) এবং উন্নয়নের জন্য বিশেষ তহবিল দেওয়া হবে। কার্বি নেতারা ভেবেছিলেন আসামের সাথে থাকলে অর্থনৈতিক সুবিধা বেশি পাওয়া যাবে।

২। মেঘালয় মূলত খাসি, গারো এবং জয়ন্তিয়াদের দ্বারা শাসিত রাজ্য। তাই কার্বি নেতাদের মনে ভয় ছিল যে, মেঘালয়ে যোগ দিলে তারা সেখানেও 'সংখ্যালঘু' হয়ে পড়বেন এবং খাসি-গারোদের প্রাধান্য বজায় থাকবে। তার চেয়ে আসামের সাথে থেকে নিজেদের জেলায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করাকেই তারা শ্রেয় মনে করেছিলেন।

৩। তৎকালীন প্রভাবশালী কার্বি নেতারা বিশ্বাস করতেন যে, সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের পূর্ণ প্রয়োগই তাদের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট।

৩। আলাদা রাজ্যের দাবি: আলাদা রাজ্যের দাবি জোরালো হল তখন যখন পরবর্তীকালে তাদের এই ভাবনার মোহভঙ্গ ঘটে তথা যে আশায় তারা মেঘালয়ে যোগ দেয়নি, তা অল্প সময়ের মধ্যেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ফলে ১৯৮০-র দশক থেকে আলাদা রাজ্যের দাবিতে আসামের কার্বি অঞ্চল উত্তাল হয়ে ওঠে। কারণ তৎকালীন আসাম সরকার পাহাড়ী জেলাগুলোর জন্য দেওয়া স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয় এবং দিসপুর (আসামের রাজধানী) থেকে পাহাড়ী জেলাগুলো নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

তাই কার্বি আন্দোলনকারীরা মেঘালয় মডেলের মতোই আসামের ভেতরে একটি আলাদা প্রশাসনিক কাঠামো দাবি করেন।অর্থাৎ, তারা ২৪৪(এ) অনুচ্ছেদের দাবি তোলে যেটিতে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী আসামের ভেতরেই একটি 'স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য' (Autonomous State) গঠনের বিধান রয়েছে।স্বাভাবিকভাবেই যখন আসাম রাজ্য সরকার তাতে বাধা দেয়, তখনই আন্দোলন পূর্ণাঙ্গ 'পৃথক রাজ্য'-এর দাবিতে মোড় নেয়।

অন্যদিকে আবার ১৯৮০-র দশকের 'আসাম আন্দোলন' (Assam Movement) এবং অসমীয়া জাতীয়তাবাদের উত্থান কার্বিদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয় যে, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হবে। এর ফলে তারা ভাবেন, আসামের ছত্রছায়ায় থেকে নিজ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষা কখনই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য যে, মেঘালয়, মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশ আলাদা রাজ্য হয়ে দ্রুত উন্নতি করছে দেখে কার্বি যুব সমাজের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে 'আলাদা রাজ্য মানেই মুক্তি ও সমৃদ্ধি'।

৪। গণতান্ত্রিক উত্থান ও গণ-আন্দোলনের স্বর্ণযুগ (১৯৮৬–১৯৯২) :আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে কার্বি আংলং এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সংহতির সাক্ষী হয়। কারণ ১৯৮৬ সালে 'Autonomous State Demand Committee' (ASDC) গঠিত হওয়ার পর এই আন্দোলনটি মুষ্টিমেয় নেতার হাত থেকে বের হয়ে সাধারণ মানুষের দাবিতে পরিণত হয়। তারা 'রাজ্যের ভেতরে রাজ্য' (Autonomous State) গঠনের দাবিকে অত্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তিক এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে জনমানসে উপস্থাপন করে। এই সময়েই ২৪৪(এ) ধারাটি কার্বি রাজনীতির প্রধান আবেগীয় ও আইনি হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ১৯৯১ সালে সংসদীয় নির্বাচনে ASDC-র

জয় প্রমাণ করে যে, স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি আর কোনো প্রান্তিক গোষ্ঠীগত দাবি নয়, বরং এটি একটি সামগ্রিক জনদাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে যাকে ঘিরে সমগ্র দেশজুড়ে সংবিধানিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

৫।সশস্ত্র সংগ্রামের আধিপত্য ও সামাজিক অস্থিরতা (১৯৯৩–২০১০): গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনীহা এবং গড়িমসি আন্দোলনের একটি অংশকে চরমপন্থা বা উগ্রপন্থা (Extremism)-র দিকে ঠেলে দেয়। এরপর মিলিট্যান্সির উত্থান ঘটে অর্থাৎ ১৯৯৯ সালে গঠিত হয় UPDS (United People's Democratic Solidarity)। ফলে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সমান্তরালে সশস্ত্র লড়াইয়ের এই নতুন ধারা রাষ্ট্রকে নিরাপত্তার দিক থেকে সংকটে ফেলে দেয়। পরবর্তীকালে UPDS ভেঙে KLNLF এবং KPLT-র মতো কট্টরপন্থী গোষ্ঠী তৈরি হয়। অন্যদিকে জাতিগত সংঘাত তথা কার্বি-কুকি এবং কার্বি-দিমাসা দাঙ্গা ছিল আন্দোলনের একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। যখন প্রধান আন্দোলনকারী গোষ্ঠীগুলো কেবল নিজেদের পরিচয়ের ওপর জোর দিচ্ছিল, তখন পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র জনজাতিগুলোর মধ্যেও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয় ,তাত্ত্বিকভাবে একে 'অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতা' (Internal Colonialism) র সংশয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

দীর্ঘ এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি প্রমাণ করে যে, কার্বি আংলং সমস্যাটি হঠাৎ তৈরি হওয়া কোনো গোলযোগ নয়; বরং এটি দীর্ঘকাল ধরে জমে থাকা বঞ্চনা এবং পরিচয় সংকটের একটি সামগ্রিক বহিঃপ্রকাশ।

সাংবিধানিক কাঠামো ও স্বায়ত্তশাসনের জটিল সমীকরণ: কার্বি আংলং সমস্যার আইনি ভিত্তি বুঝতে গেলে ভারতীয় সংবিধানের দুটি বিশেষ ব্যবস্থার গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন— একটি হল বর্তমানে সেই অঞ্চলে কার্যকর ষষ্ঠ তফসিল এবং অন্যটি যা কার্বি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ২৪৪এ।

ষষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী উত্তর-পূর্ব ভারতের জনজাতীয় অঞ্চলগুলোর জন্য ষষ্ঠ তফসিল প্রণয়ন করা হয়। এটি কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদকে (KAAC) কিছু বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে যথা-

- আইন প্রণয়নের ক্ষমতা: জমি, বনাঞ্চল, জলপথ, কৃষি এবং গ্রাম্য প্রশাসনের মতো নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিষদ নিজস্ব আইন তৈরি করতে পারে।
- বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা: প্রথাগত আইন (Customary Laws) অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জেলা পরিষদ নিজস্ব আদালত গঠন করতে পারে।
- রাজস্ব ক্ষমতা: জমি ও যানবাহনের ওপর কর আরোপের ক্ষমতা পরিষদের হাতে থাকে।

ষষ্ঠ তফসিল থাকা সত্ত্বেও কেন কার্বিরা সন্তুষ্ট নয়? এর কারণ হল, জেলা পরিষদের নেওয়া অনেক সিদ্ধান্ত বাস্তবে কার্যকর করতে আসামের রাজ্যপালের (কার্যত রাজ্য সরকারের) সম্মতির প্রয়োজন হয়। ফলে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন অনেক সময় 'কাগুজে' ক্ষমতায় পরিণত হয়। অন্যদিকে ১৯৬৯ সালে ২২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে এই বিশেষ অনুচ্ছেদ ২৪৪(এ)ধারাটি যুক্ত করা হয়। কার্বি আংলং আন্দোলনের প্রধান দাবিই হলো এই অনুচ্ছেদটি কার্যকর করা। কেন ২৪৪(এ)? ষষ্ঠ তফসিলের চেয়ে এটি কি শক্তিশালী? উত্তর হল হ্যাঁ। এই ধারা মূলত বিশেষ কয়েকটি দিক সুনিশ্চিত করে তা হল-

১. নিজস্ব আইনসভা: এই অনুচ্ছেদ কার্যকর হলে কার্বি আংলং-এর একটি নিজস্ব বিধানসভা বা 'লেজিসলেটিভ কাউন্সিল' থাকবে।

২. মন্ত্রিসভা: সাধারণ রাজ্যের মতোই এখানে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে, যা শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

৩. আইন-শৃঙ্খলা: ষষ্ঠ তফসিলে পুলিশ বা আইন-শৃঙ্খলা জেলা পরিষদের হাতে থাকে না, কিন্তু ২৪৪(এ)-তে এই ক্ষমতা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. সরাসরি অনুদান: রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কেন্দ্র থেকে সরাসরি বাজেট বরাদ্দের সুযোগ থাকে।

তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে, ২৪৪(এ) হলো ভারতের 'অপ্রতিসম যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' (Asymmetric Federalism)-এর চরম পর্যায়। কার্বি সংগঠনগুলোর দাবি, যতক্ষণ না এই ২৪৪এ অনুচ্ছেদ কার্যকর হচ্ছে, ততক্ষণ তাদের 'অস্তিত্বের অন্বেষণ' সফল হবে না। অন্যদিকে, রাষ্ট্র ভয় পায় যে ২৪৪(এ) কার্যকর করলে আসামের ভৌগোলিক অখণ্ডতা প্রশাসনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

চূড়ান্ত শান্তি প্রক্রিয়া ও শান্তি চুক্তি (২০১১–২০২১): সহিংসতার একটি দীর্ঘ চক্রের পর রাষ্ট্র ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো উভয়েই উপলব্ধি করে যে একটি সুষম রাজনৈতিক সমাধানই কাম্য। তাই ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১-এ Karbi Anglong Peace Accord স্থাপন করা হয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে ৫টি বড় সশস্ত্র সংগঠনের আত্মসমর্পণ এই আন্দোলনের ইতিহাসে একটি 'জলবিভাজিকা' (Watershed Moment)হিসেবে কাজ করে। এই চুক্তির মাধ্যমে সরকার KAAC কে ১০০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেয়। এই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী প্রধান পক্ষসমূহ মূলত ভারত সরকার (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক) এবং আসাম সরকার। তার সাথে বিদ্রোহী গোষ্ঠীসমূহগুলিও ছিল যেমন-

1. KAAC (Karbi Anglong Autonomous Council)-এর বিদ্রোহী অংশ।
2. PDCK (People's Democratic Council of Karbi Longri)।
3. UPLA (United People's Liberation Army)।
4. KNLF (Karbi National Liberation Front)।
5. KPLT (Karbi People's Liberation Tigers)।

এই চুক্তির মূল শর্তাবলি ও প্রতিশ্রুতিগুলি হল-

1. অধিকতর স্বায়ত্তশাসন: কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদকে (KAAC) আরও বেশি প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যদিও সরাসরি ২৪৪(এ) কার্যকর হয়নি, তবে পরিষদের হাতে অধিকতর বিভাগ ন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে।
2. আর্থিক প্যাকেজ: এই অঞ্চলের দ্রুত উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে আগামী ৫ বছরে ১,০০০ কোটি টাকার (প্রতি বছর ২০০ কোটি) একটি বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজ বরাদ্দ করার কথা জানানো হয়।
3. ভাষা ও সংস্কৃতির সুরক্ষা: কার্বি ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় আসাম সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। কার্বি ভাষা এখন আসামের একটি স্বীকৃত ভাষা হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে।
4. বিদ্রোহীদের পুনর্বাসন: যারা অস্ত্র সমর্পণ করেছে, তাদের জন্য এককালীন আর্থিক সাহায্য, ঋণ সুবিধা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সাধারণ অপরাধের সাথে যুক্ত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে থাকা আইনি মামলাগুলো প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।
5. ভূমি রক্ষা: কার্বি জনগণের চিরাচরিত ভূমির ওপর অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য বিশেষ রক্ষাকবচ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তবে এই চুক্তির প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র।অর্থাৎ, রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে এটি 'জাতীয় সংহতির' বিজয়, কিন্তু আন্দোলনকারী অনেক তাত্ত্বিকের মতে এটি ২৪৪(এ)-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি 'আপস' (Compromise)। তবে এর ফলে সশস্ত্র সহিংসতা বন্ধ হওয়ায় এই অঞ্চলে উন্নয়নের এক নতুন রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

উপসংহার:

ঘটনাক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কার্বি আংলং-এর আন্দোলন কেবল ক্ষমতার অংশীদারিত্ব নয়, বরং এটি একটি জনজাতির 'রাজনৈতিক মর্যাদা' (Political Dignity) পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াই। রাষ্ট্র কখনও

বলপ্রয়োগ করে (Coercion), আবার কখনও চুক্তির মাধ্যমে (Accommodation) এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। বর্তমান শান্তি চুক্তিটি সেই 'অ্যাকোমডেশন' বা সমঝোতার নীতিরই এক সাম্প্রতিক রূপ।

কার্বি আংলং সমস্যাটি কেবল কার্বি জনজাতি বনাম রাষ্ট্রীয় সংঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি বহুমাত্রিক জাতিগত সংঘাতের (Inter-ethnic Conflict) ইতিহাসও বটে। কার্বি আংলং-এর স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে কেবল একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ হিসেবে দেখলে তার প্রকৃত রাজনৈতিক গভীরতা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বরং এই সমস্যাকে দুটি প্রধান তাত্ত্বিক কাঠামোয় বিশ্লেষণ করা যায়-

১। বহুসংস্কৃতিবাদ এবং 'গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্য' অধিকার (Multiculturalism and Group-Differentiated Rights) প্রসঙ্গে কানাডীয় রাজনৈতিক দার্শনিক উইল কিমলিকা (Will Kymlicka) তাঁর বহুসংস্কৃতিবাদ তত্ত্বে যুক্তি দিয়েছেন যে, একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু জনজাতিদের কেবল 'ব্যক্তিগত অধিকার' দিলে চলে না, তাদের জন্য বিশেষ 'গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্য অধিকার' (Group-Differentiated Rights) প্রয়োজন। আর কার্বি আংলং-এর 'অস্তিত্বের অন্বেষণ' মূলত এই গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্য অধিকারের লড়াই। তারা মনে করে, সমতলের অসমীয়া সংস্কৃতি বা বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির চাপে তাদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিলীন হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে ষষ্ঠ তফসিল বা স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের দাবি হলো কিমলিকা-র বর্ণিত 'Self-Government Rights'-এর একটি বহিঃপ্রকাশ। এখানে 'বহুসংস্কৃতিবাদ' একটি প্রশাসনিক কৌশল হিসেবে কাজ করে যা ক্ষুদ্র জাতিকে রাষ্ট্রের মূলস্রোতে থাকার বিনিময়ে তার নিজস্বতা রক্ষার গ্যারান্টি দেয়।

২।আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারত একটি 'Coming-Together' ফেডারেশনের চেয়ে অনেক বেশি 'Holding-Together' ফেডারেশন। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সব রাজ্য বা অঞ্চলের ক্ষমতা সমান নয়। কার্বি আংলং-এর বিশেষ মর্যাদা (Article 244A ও Sixth Schedule) ভারতের অপ্রতিসম যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার (Asymmetric Federalism) একটি ধ্রুপদী উদাহরণ। এটি প্রমাণ করে যে, ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য সংবিধানে বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষমতার ভিন্নতা রাখা হয়েছে। আর এই তাত্ত্বিক মডেলটি 'এককেন্দ্রিক শাসন' এবং 'বিচ্ছিন্নতাবাদ'-এর মধ্যবর্তী একটি ভারসাম্য রক্ষা করে।

অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনীতির অন্যতম গবেষক সঞ্জীব বড়ুয়া (Sanjib Baruah)-এর মতে, এই অঞ্চলের সমস্যাগুলো মূলত 'নাগরিকত্ব' (Citizenship) বনাম 'আদিবাসিত্ব' (Indigeneity)-এর সংঘাত। কার্বি আন্দোলনে 'ভূমিপুত্র' (Sons of the Soil) ধারণাটি অত্যন্ত প্রবল। তাত্ত্বিকভাবে একে 'Nativism' বলা যেতে পারে। যখন কার্বি জনজাতি অনুভব করে যে বহিরাগতদের আগমনে তারা নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে যাচ্ছে, তখনই তাদের মধ্যে 'অন্যত্ব' (Othering) বা রাষ্ট্র থেকে আলাদা হওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়।

২০২১ সালের শান্তি চুক্তি এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী সহিংসতার অবসান ঘটিয়ে একটি 'ট্রানজিশন পিরিয়ড' বা উত্তরণকাল তৈরি করেছে। তবে কেবল অর্থনৈতিক প্যাকেজ বা বিদ্রোহীদের পুনর্বাসনই দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের শেষ কথা নয়। কার্বি আংলং-এর প্রকৃত অখণ্ডতা বজায় থাকবে তখনই, যখন স্থানীয় মানুষ অনুভব করবেন যে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতরে থেকেই তাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব এবং ভূমির অধিকার শতভাগ সুরক্ষিত। ষষ্ঠ তফসিল থেকে ২৪৪ (এ) অনুচ্ছেদের দিকে এই জনজাতির যে দীর্ঘ অভিযাত্রা, তা আসলে একটি 'রাজনৈতিক মর্যাদার' (Political Dignity) লড়াই। ২০২৬ সালের বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রকে কেবল 'আইন-শৃঙ্খলা'র চশমায় না দেখে, এই অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক সংবেদনশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কার্বি আংলং সমস্যার টেকসই ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য যে সম্ভাব্য পথ ওঅবলম্বন করা যেতে পারে তা হল-

১, সরাসরি আলাদা রাজ্য না দিলেও, সংবিধানের ২৪৪(এ) অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য অনুযায়ী কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদকে (KAAC) আরও বেশি আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা উচিত, যাতে তারা দিসপুরের ওপর কম নির্ভরশীল হতে পারে।

২. কার্বিদের পাশাপাশি দিমাসা, কুকি ও অ-জনজাতীয়দের অধিকার নিশ্চিত করতে একটি 'আন্তঃ-জাতিগত উপদেষ্টা পরিষদ' (Inter-ethnic Advisory Council) গঠন করা প্রয়োজন। এটি ভবিষ্যতে জাতিগত দাঙ্গার সম্ভাবনা কমিয়ে আনবে।

৩. স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিশেষ অডিট ব্যবস্থা এবং 'সোশ্যাল অডিট' (Social Audit) প্রবর্তন করা দরকার, যাতে উন্নয়ন তহবিলের টাকা সরাসরি প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছায়।

সবশেষে যা প্রয়োজন তা হল কার্বি আংলং সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তাদের 'উন্নয়ন' হওয়া উচিত অন্তর্ভুক্তিমূলক। এক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি কার্বি ভাষা ও প্রথাগত আইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে, এই অঞ্চলে বসবাসকারী অ-জনজাতীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও অধিকার সুনিশ্চিত করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব, যাতে আভ্যন্তরীণ সংহতি নষ্ট না হয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. দত্ত, প্রভাত। আঞ্চলিক রাজনীতি: উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ। মিত্রম, কলকাতা , ২০০৯।

২. সেন, অমর্ত্য। পরিচিতি ও হিংসা। আনন্দ, কলকাতা, ২০০৬।

৩. Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship:Liberal Theory of Minority Rights. UK, Oxford, 1996.

৪. Baruah, Sanjib. Durable Disorder:Understanding the Politics of Northeast India. Oxford University Press, 2005.

৫. Ministry of Home Affairs (MHA). Memorandum of Settlement (MoS) with Karbi Groups. Government of India, 2021.

৬. The Constitution of India. Article 244A and the Sixth Schedule.